দৈনিক বাংলা

তারিখ ৬।২।৮১
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

৭৭৩

শহরের এডহক শিক্ষক

আমরা ঢাকা সিটির মাধ্যমিক সরকারী স্কুলের এডহক শিক্ষক। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ইউসুফ সাহেবের আমলে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্কুলে শূন্য পদে এডহক হিসেবে বহু সংখ্যক শিক্ষককে নিয়োগপত্র দেয়া হয়। সেই সময় পিএসসির মাধ্যমে শিক্ষককে নিয়োগের কোন ব্যবস্থা ছিলো না। কাজেই সরাসরি এডহক ভিত্তিতে নিয়োগপত্র পেয়ে ১৯৭২ সালে বিভিন্ন স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে আমরা শূন্য পদে যোগদান করি এবং এডহক হিসেবে এ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন স্কুলে নয় বৎসর ধরে চাকরি করে আসছি। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত আমরা নিয়মিতভাবে বেতন পেয়ে আসছিলাম। কিন্তু ১৯৭৯ সালে হঠাৎ ঢাকা সিটির মাধ্যমিক সরকারী স্কুলের এডহক শিক্ষকদের বেতন এজি অফিস থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়। এজি জানায় যে এডহক শিক্ষকদের এক্সটেনশন সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন। কাজেই তাঁরা ঐসব শিক্ষকদের বেতনের বিল পাস করতে পারবেন না। ফলে আমরা ১৯৭৯ সাল থেকে বেতন পাচ্ছি না। ঢাকা সিটি ছাড়া বাংলাদেশের এডহক শিক্ষকেরা বিনা এক্সটেনশনে এখনো বেতন পেয়ে যাচ্ছেন। তারা কোন অর্ডারের বলে বেতন পাচ্ছেন আর আমাদেরকে কোন অর্ডারের বলে বেতন দেয়া হচ্ছে না এর রহস্য কি বুঝে উঠতে পারছি না। দেশের আইন-কানুন কি স্থান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন? যদি তাই হয় তবে আমাদের বলার কিছু নেই। আর যদি এক হয় তবে কেন ঢাকা সিটির এডহক শিক্ষকদের বেতন দেয়া হবে না। বেতন বন্ধ হলে বাংলাদেশের সব এডহক শিক্ষকের বেতন এক সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত ছিলো। তাহলে আমরা বুঝতাম এক্সটেনশনের অভাবে শিক্ষকদের বেতন বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু তা তো হয়নি। রাজশাহী বিভাগের ৫৫ জন এডহক সহকারী শিক্ষক ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮১ সালের ২৬শে জানুয়ারী পর্যন্ত পিএসসির মুখ দেখেননি। তবু তারা এক্সটেনশন ছাড়া কেমন করে বেতন পাচ্ছে? খুলনা ও চট্টগ্রামের শিক্ষকেরা পিএসসিতে অকৃতকার্য হয়েও বেতন পাচ্ছেন কি করে? এবং সিটি ছাড়া ঢাকা বিভাগের শিক্ষকেরাই বা পিএসসিতে অকৃতকার্য হয়ে বেতন পাচ্ছেন কিভাবে? ৮ বৎসর পর ১৯৮০ সালে রাজশাহী বিভাগের জুনিয়র ও ক্লাসিক্যাল শিক্ষকদের ডিভিশনাল বোর্ডে ডাকা হয়। সিলেকশন বোর্ডে ২১ জন জুনিয়র ক্লাসিক্যাল শিক্ষক অকৃতকার্য হলে রাজশাহী বিভাগের ডিডিপিআই, সাহেব ৪-৭-৮০ তারিখে ৩১৯/১৯-এ/৭৫ নম্বর মেমোতে প্রত্যেক স্কুল ও পিটিআই-এর ঠিকানায় প্রত্যেক শিক্ষকের নামে টারমিনেশন অর্ডার পাঠিয়ে দেন এবং ১৪-৭-৮০ তারিখে আবার এই শিক্ষকদের টারমিনেশন অর্ডার বাতিল করে আপাতত চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়। যাদের চাকরি চলে গেলো আবার তাদেরকে চাকরিতে পুনঃবহাল করা হলো। তারা এখন নিয়মিত ভাবে বেতনও পাচ্ছেন। কিন্তু আমরা কি অপরাধ করলাম যে ১৯৭৯ সাল থেকে বেতন পাচ্ছি না। আমাদের চাকরি আছে, না নেই, যদি না থেকে থাকে তবে আমাদেরকে জানানো হচ্ছে না কেন? আমরা বৎসরের পর বৎসর স্কুল করে যাবে; অথচ বেতন পাব না এটা কেমন ধরনের আইন? এখন আমরা না খেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরতে চলেছি। এই দুর্মূল্যের বাজারে ঢাকা শহরে থেকে ১৯৭৯ সাল থেকে বিনা বেতনে আর্থিক দুর্ভোগের মধ্যে অতি কষ্টের সাথে চাকরি করে যাচ্ছি। মাসের পর মাস না খেয়ে মানুষ কখনো চাকরি করতে পারে না। তাই দীর্ঘ বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা সিটির এডহক শিক্ষকদের নিয়মিত করে অথবা চাকরির সময়সীমা বর্ধিত করে বর্তমান ও পূর্বের সমস্ত বকেয়া বেতন পরিশোধ করার আদেশ দিতে সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ আবদুর রশীদ
সহকারী শিক্ষক
মিসেস ফাতেমা বেগম
সহকারী শিক্ষিকা (বিজ্ঞান)
নবাবপুর সরকারী উচ্চবিদ্যালয়
ঢাকা।